পরমাত্মা ব্রহ্মণঃ বাচকশব্দঃ। পরমাত্মা জীবাত্মারূপেন জীবলোকং জীবদেহম্ আশ্রয়তে। জীবশরীরং স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণভেদেন ত্রিবিধম্। পরমাত্মা কারণ শরীরম্, ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-পঞ্চপ্রাণাঃ সূক্ষ্ম শরীরম্। জীবশরীরং স্থূলম্। পরমাত্মা সূক্ষ্মস্থূলশরীরেণ সহ সম্বন্ধিতঃ সন্ উৎপত্তি-স্থিতি-পালনকার্যং সাধয়তি—

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।

পরমাত্মা জীবাত্মরূপেণ 'প্রকৃতিস্থানি' তথা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ মনসা চ সহ বিষয়ভোগে প্রবর্তিতঃ ভবতি। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চপ্রাণানামপি গ্রহণমত্র বিবিক্ষিতম্।

কর্ণচক্ষু ত্বক্ জিহ্বানাসিকানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ যথাক্রমং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চ। ইন্দ্রিয়াণাং স্বেষাং বিষয়ভোগে অধিকারঃ নাস্তি। ইন্দ্রিয়াণি মনসা সহ বিষয়ভোগেষু প্রবর্তন্তে।

জীবাত্মা স্বরূপতঃ মুক্তঃ। তথাপি স অহঙ্কার-মমত্ব-বাসনাযুক্তঃ সন্ প্রকৃত্যা তথা তস্য কার্যেণ সহ যুক্তঃ ভবতি, বিষয়ান্ চ ভুঙ্‌ক্তে।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু।।

কঠোপনিষদি অপি উক্তম্— *'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ'।*

২। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা অনুসারে আত্মার স্বরূপ ও কর্ম বর্ণনা কর। 10 Marks

উঃ অত্ + মনিন্ = আত্মা। আত্মাশব্দের নির্বচনে বল হয়— 'অতি সন্ততভাবেন জাগ্রদাদিসর্বাবস্থাসু অনুবর্ততে ইতি আত্মা'। অৎ ধাতুর অর্থ 'অত সাতত্যগমনে'। যিনি সর্বত্র সমভাবে অবস্থান করে সর্বভূতে বিরাজমান তিনিই আত্মা—

স সর্বগঃ সর্বশরীরভৃচ্চ স বিশ্বকর্মা স চ বিশ্বরূপঃ।
স চেতনাধাতুরতীন্দ্রিয়শ্চ স নিত্যযুক্ সানুশয়ঃ স এব।।

এই আত্মা পাঞ্চভৌতিক জীবশরীরে অবস্থান করেন। জীবশরীরে একাদশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ও অবস্থান করে। জীবের পার্থিব শরীর স্থূল শরীর। এই স্থূল শরীরে চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ও প্রত্যক্ষ যোগ্য আর মন অপ্রত্যক্ষ। কিন্তু এই দশবিধ ইন্দ্রিয় স্থূলদেহকে পরিচালনা

Scanned with CamScanner

করে। তাই স্থূলদেহ থেকে ইন্দ্রিয় সমূহ শ্রেষ্ঠ —*ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যহুঃ।*

ইন্দ্রিয়—'ইন্দ্রস্য আত্মনঃ লিঙ্গাম্ অনুমাপকম্। ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও কর্মের সাধন। ইন্দ্রিয় একাদশসংখ্যক—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং মন। মন ইন্দ্রিয় সমূহের নিয়ামক। ফলে একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন প্রধানতম।

এই মন থেকে আবার বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি প্রজ্ঞা। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বুদ্ধিকে জ্ঞান জননী বলে বর্ণনা করা হয়েছে—*'বুদ্ধির্বিবেচনারূপা সা জ্ঞানজননী শ্রুতৌ'।* বুদ্ধি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকারের হয়। এর মধ্যে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি হলো—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী।

সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারাই কেবল কার্য, অকার্য, ভয়, অভয়, বন্ধ এবং মোক্ষকে জানা যায়। অপরপক্ষে রাজসিক বুদ্ধি ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্যকে যথাযথভাবে জানতে দেয় না এবং তামসী বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম, অকার্যকে কার্য বলে প্রতিপন্ন করে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, ঊহোপহ, অর্থবিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান—এই বিশেষ গুণ যুক্ত। এই সপ্তগুণযুক্ত নিশ্চয়াত্মিকা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি মন থেকে শ্রেষ্ঠা।

শ্রেষ্ঠতরা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি থেকে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। কঠোপনিষদও আত্মার মহত্ব প্রতিপাদন করে বলেছে—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।।

আত্মাই পুরুষ। আত্মা বা পুরুষ থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই—

'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা পরা গতিঃ'।

এই পুরুষ বা জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। আত্মার দুটি স্বরূপ— পরমাত্মা ও জীবাত্মা। পরমাত্মা এক ও অভিন্ন কিন্তু জীবাত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন। প্রতিটি জীব পরমাত্মারই অংশ— *'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'।*

সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। 'একোহহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়'—আমি এক, আমিই বহু হব—পরমাত্মার এই ইচ্ছারই প্রকাশ জীবলোক। আধুনিক কবিও তাই বলেছেন— 'মানুষে মানুষে নাইরে তফাৎ, নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়'।

Scanned with CamScanner

পরমাত্মা ও ব্রহ্ম সাদৃশ্যবাচক শব্দ। পরমাত্মা 'জীবলোক' আশ্রয় করেন। জীবলোক জীবশরীরের বাচক। জীবশরীর স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই ত্রিবিধ শরীরের সমষ্টি। পরমাত্মা কারণ শরীর। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও পঞ্চপ্রাণ সূক্ষ্ম শরীর। জীবদেহ স্থূল শরীর। পরমাত্মা সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে উৎপত্তি স্থিতি ও পালন কার্য করেন।

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।

পরমাত্মা জীবাত্মারূপে 'প্রকৃতিস্থানি' অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন সহযোগে বিষয়ভোগে প্রবর্তিত হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণেরও গ্রহণ এখানে বিবক্ষিত।

কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় হলো যথাক্রমে শব্দ, রূপ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ। ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাধীনভাবে ভোগে অধিকার নেই। তারা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের সাহায্যে বিষয় ভোগে প্রবর্তিত হয়।

জীবাত্মা স্বরূপতঃ মুক্ত হয়েও অহঙ্কার-মমত্ব ও বাসনা যুক্ত হয়ে প্রকৃতি ও তার কার্যের সাথে যুক্ত হয় এবং বিষয়ভোগে প্রবর্তিত হয়।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু।।

কঠোপনিষদেও বলা হয়েছে---- *'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ'।*

Scanned with CamScanner

সারথিনা রথগতিঃ নিয়ন্ত্র্যতে। প্রকৃতেঃ গুণত্রয়েণ সত্ত্বরজস্তমসা মনঃ প্রভাবিতং ভবতি। নির্মলপ্রকাশকবিকারশূন্যেন সত্ত্বগুণেন মনঃ নির্মলং প্রশান্তং চ ভবতি। কিন্তু মোহকারকেন রজসা আসক্তিযুক্তং মনঃ বিষয়ভোগেষু লিপ্তং ভবতি। তথা চ অজ্ঞানজেন তমসা মনঃ জীবাত্মানং প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ মোহিতং করোতি।

পরমকল্যাণং তথা ঈশ্বরসান্নিধ্যং প্রাপ্তয়ে মনসঃ সাত্ত্বিকভাবঃ কাম্যঃ। সাত্ত্বিকভাবস্য উদয়ে মনঃ যথা প্রশান্তং তথা নির্মলং ভবতি। তদা মনঃ কামনাবাসনয়া ন স্পৃষ্টং ভবতি। সাত্ত্বিকেন মনসা মনুষ্যাঃ উদারতা-ঈশ্বরমুখীনতা-বিশ্বভ্রাতৃত্বৈঃ চ বিবিধৈঃ সদ্‌গুণৈঃ ভূষিতাঃ ভবন্তি। প্রমথনশীলানি ইন্দ্রিয়াণি তদা মনঃ বিচালয়িতুং ন সমর্থানি ভবন্তি। তদা চ মনঃ উত্তম সুখেন যুক্তং ভবতি—

প্রশান্ত মনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্।।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুসারে মন ও তার প্রকৃতি আলোচনা কর।

উঃ মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। মন্যতে বুধ্যতে অনেন—এই ব্যুৎপত্তিতে মন্ + অসুন্ (সর্বধাতুভ্যোঽসুন্) প্রত্যয়নিষ্পন্ন মন শব্দ। সপ্তদশ লিঙ্গশরীরের অন্যতম উপাদান মন। মন সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি। মন পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের সাথে মনোময় কোশ রচনা করে। ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে মনই প্রধান। শ্রীমান অর্জুনকে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে ভগবান্ বলেছেন— *'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা'*। অমরকোষ অনুসারে চিত্ত, চেত, হৃদয়, স্বান্তঃ, হৃৎ, মানস প্রভৃতি মনের পর্যায় শব্দ। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, মতি, যত্ন প্রভৃতি অনুভূতি মনসাধ্য। মহাভারতে মনের নয়টি গুণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ধৈর্যোপপত্তির্ব্যক্তিশ্চ বিসর্গঃ কল্পনা ক্ষমা।
সদসচ্চাশুতা চৈব মনসো নব বৈ গুণাঃ।।

পাঞ্চভৌতিক উপাদানে নির্মিত জীবশরীর। পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোমন্), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ,

Scanned with CamScanner

রূপ, রস, গন্ধ) মহৎ, বুদ্ধি, অহঙ্কার— এই তেইশটি তত্ত্বে জীবদেহ গঠিত। সাংখ্যবর্ণিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অন্যতম প্রকৃতির কার্য এই চতুর্বিংশতি উপাদান। পুরুষ অসঙ্গ—ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যে অষ্ট প্রকৃতির কথা বলেছেন, সেগুলি উক্ত উপাদানের সমষ্টি—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।।

আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা ও পাতঞ্জল দর্শনেও জীবসৃষ্টির অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।।

মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শনে বলা হয়েছে---- *'বিশেষাবিশেষলিঙ্গামাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বণি'*। বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ স্থূল ভূত, অবিশেষ অর্থাৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রসমূহ, লিঙ্গামাত্র অর্থাৎ মহৎতত্ত্ব এবং অলিঙ্গা অর্থাৎ মূলা প্রকৃতি—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, গুণ রাশির অবস্থা বিশেষ। যোগগর্শনে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, 'দৃশ্য' নামে অভিহিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বে রচিত জীব শরীর 'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত।

মন এই জীবশরীর বা ক্ষেত্রের অন্যতম উপাদান। ইন্দ্রিয় সমূহ এই মনের সাহায্যেই বিষয় ভোগে প্রবর্তিত হয়। আবার এই মনের সাহায্যেই মানুষ বিষয়ভোগ ত্যাগ করে আত্মজ্ঞান লাভে তৎপর হয়। বিষ্ণুপুরাণে তাই বলা হয়েছে—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গি মুক্তের্নির্বিষয়ং তথা।।

একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত হলেও মন অতীন্দ্রিয় এবং অণুপরিমান। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও মনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— *'অনিরূপ্যমদৃশঞ্চ জ্ঞানভেদং মনঃ স্মৃতম্'*।

সাংখ্য দর্শনে মনকে 'উভয়াত্মকম্' বলা হয়েছে। মন ইন্দ্রিয়। কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মতো মন প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রক হলেও

Scanned with CamScanner

ইন্দ্রিয়ধর্মবিশিষ্ট। মনকে যুগুপৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আরূঢ় হয়ে কার্য করে বলে জ্ঞানেন্দ্রিয়, আবার কর্মেন্দ্রিয়ের অধাক্ষ হয় বলে মন কর্মেন্দ্রিয়।

মন সঙ্কল্পাত্মক। সঙ্কল্প অর্থাৎ বিচার-বিবেচনা মনের অসাধরণ ধর্ম। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বস্তুর সামান্য আকার গ্রহণে কেবল সক্ষম। কিন্তু মনের মাধ্যমেই বস্তুর বিশেষ আকারের বোধ জন্মায়।

সত্ত্বগুণের এক বিশেষ পরিণামে মনের উৎপত্তি। সাংখ্যসূত্রে বলা হয়েছে— *'মহদাখ্যমাদ্যং কার্যং তন্মনঃ।'* প্রকৃতির আদি কার্য বা প্রথম বিকার মহৎ। মন ইহারই কার্য। অর্থাৎ মহত্তত্ব থেকেই মনের উৎপত্তি।

কঠোপনিষদে মনকে 'প্রগ্রহ' (বল্গা) বলা হয়েছে— *'মনঃ প্রগ্রহমেব চ'।* বল্গার সাহায্যে সারথি রথের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। বুদ্ধি ও তেমনি মনের সাহয্যেই ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতির গুণত্রয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মন প্রভাবিত হয়। সত্ত্বগুণ তৃষ্ণা ও মোহকারক। রজোগুণের প্রভাবে মন কামনা, বাসনা ও আসক্তি যুক্ত হয়ে বিষয়ভোগে লিপ্ত হয়। আর তমোগুণ অজ্ঞান জাত। তমোগুণের প্রভাবে প্রভাবিত মন জীবাত্মাকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা মোহিত করে রাখে।

পরমকল্যাণ তথা ঈশ্বর সান্নিধ্য প্রাপ্তির জন্য মনের সাত্ত্বিক ভাব একান্ত প্রয়োজন। সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে মন প্রশান্ত ও নির্মল হয়। তখন ভোগ, কামনা, বাসনার আবিলতা মনকে স্পর্শ করতে পারে না। উদারতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঈশ্বরমুখীনতা প্রভৃতি সদ্গুণে মানুষ ভূষিত হয়। প্রমথনশীল ইন্দ্রিয় সমূহ তখন আর মনকে কুপথে নিতে পারে না। মানুষ তখন এক উত্তম সুখ অনুভব করে।

প্রশান্ত মনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মাভূতমকল্মষম্।।

Scanned with CamScanner

কল্যাণসাধনং হি বিকর্ম। কিন্তু পশুযাগে প্রাণিহত্যা ন পাপায় ভবতি। তথৈব চ অকর্মবিষয়েঽপি সাধকঃ সম্যক্ অবহিতঃ ভবেৎ। বিহিতকর্মণঃ ত্যাগং হি অকর্ম। কিন্তু কস্মিন্ সময়ে কথং বা কর্মত্যাগং করণীয়ম্, তৎ সর্বং তত্ত্বদর্শিজ্ঞানীনাং সকাশাৎ শিক্ষণীয়ম্।

কর্মতত্ত্বং দুর্জ্ঞেয়ং সত্যম্, কিন্তু ন অজ্ঞেয়ম্। কর্মতত্ত্বদর্শিজ্ঞানিনঃ কেবলম্ অস্মিন্ বিষয়ে শিক্ষাদানায় অধিকারিণঃ। সাধারণাঃ জ্ঞানিনঃ প্রায়শঃ কর্মতত্ত্ববিষয়ে বিভ্রান্তাঃ ভবন্তি। কেবলমাত্রং তত্ত্বদর্শী অধিকারী আচার্য এব দুর্জ্ঞেয়ং কর্ম তত্ত্বং ব্যাখ্যাকরণে সমর্থঃ।

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।

৪। **গহণা কর্মণো গতিঃ -কর্মের গতি দুর্জ্ঞয় কেন?**

উত্তরঃ কর্মযোগ ব্যাখ্যা করত গিয়ে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলেন— *'গহনা কর্মণো গতিঃ'*—কর্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। শ্রীকৃষ্ণ কর্মতত্ত্ব যথাযথ ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যেই বক্ষ্যমান বক্তব্যের অবতারণা করেছেন।

বেদান্ত বলেছেন— *'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি'*-কর্ম করতেই হবে। কর্মের কোন বিকল্প হয় না—'কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সকলেরই রয়েছে কাজ এ বিশ্ব মাঝার।
বিশ্বসংসারে কর্মের অবশ্যকতা বিষয়ে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।

—কর্ম না করে কেউ ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে না। শুধু তাই নয়, প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ কার্যত মানুষকে অবশ করিয়ে কর্ম করায়।

এই কর্ম তত্ত্ব অতীব সূক্ষ্ম। জ্ঞানিগণও এই কর্মতত্ত্ববিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

কর্ম বহুভাগে বিভক্ত। প্রাথমিকভাবে কর্ম তিন প্রকারের—কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম। এরমধ্যে শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারকে কর্ম বলা হয়। এই বিহিত কর্ম আবার চার প্রকারের—নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিককর্ম, কাম্যকর্ম ও প্রায়শ্চিত্তকর্ম। শাস্ত্রবিহিত

Scanned with CamScanner

বর্ণাশ্রমসাধ্য কর্ম নিত্য কর্ম। যে কর্ম না করলে মনুষ্যজীবনে পাপের উদয় হয় তা নিত্যকর্ম। যেমন—স্নান, সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি। নিমিত্তবিশেষে যে কর্ম বিহিত, তা নৈমিত্তিক কর্ম। যেমন উপবাস, শ্রাদ্ধ, ব্রত, তর্পণ প্রভৃতি। গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁদের বাক্যপালন ও নৈমিত্তিক কর্ম। ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম কাম্য কর্ম। ফলকামনার উদ্দেশ্যে যে কর্মসম্পাদিত হয়, তা কাম্যকর্ম। যেমন বৃষ্টিপ্রাপ্তির জন্য কারীরী যাগ, স্বর্গকামনায় জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি সোম যাগ। অপরপক্ষে পাপনাশের নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মের সম্পাদন প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। প্রায়শ্চিত্ত কর্ম আবার সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দু'প্রকারের। পাপ দূরীকরণে চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কর্ম অসাধারণ প্রায়শ্চিত্ত। আর জন্ম-জন্মান্তরের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপস্খালনের জন্য সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত।

বিকর্ম হলো মিথ্যা, কপটতা, চৌর্য, ব্যভিচার, হিংসা প্রভৃতি পাপকর্ম। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম বিকর্ম। শাস্ত্রশিক্ষা যাঁদের নেই, তাঁরা পাপ-পুণ্যের ভেদ করতে পারেন না, নিজের বুদ্ধি বলেই পাপ-পুণ্যের বিচার করে। যেমন ধর্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে হত্যা কোন পাপ নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্রের পক্ষে নরহত্যা অন্যায়।

শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সম্পাদিত কর্মের ত্যাগই হলো অকর্ম। কর্ম হতে বিরত হওয়াই অকর্ম।

আবার শ্রদ্ধাশূন্য কর্মও অকর্ম নামে অভিহিত হয়—

অশ্রদ্দধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যত পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।।

—শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞ, দান, তপস্যা সবই অসৎ। এরূপ কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোক কিছুই থাকে না।

নিষ্কাম কর্মযোগ অধিগত করতে হলে কর্মতত্ত্ব সম্যক্ রূপে জানতে হবে। শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারানুষ্ঠান যদিও কর্ম, তথাপি তার ভেদ সমূহ কর্মযোগীকে জানতে হবে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম কখন কি ভাবে সম্পন্ন করতে হবে, তা কেবল তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণই জানেন। তাঁদের উপদেশ মেনেই বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম সম্পাদন করতে হবে। অনুরূপভাবে বিকর্মের স্বরূপ ও জানা প্রয়োজন। অপরের অনিষ্ট

Scanned with CamScanner

করে নিজের ইষ্ট সাধন বিকর্ম। কিন্তু পশুযাগে প্রাণীহত্যা পাপ নয়। তেমনি অকর্ম বিষয়েও সাধককে অবহিত হতে হবে। বিহিত কর্মের ত্যাগই অকর্ম। কিন্তু এই কর্মত্যাগ কখন করতে হবে, তা কর্মযোগীকে তত্ত্বদর্শীজ্ঞানীদের নিকট শিক্ষা করতে হবে।

কর্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় হলও অজ্ঞেয় নয়। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণই এবিষয়ে উপদেশ করতে পারেন। সাধারণ জ্ঞানিগণ অনেক সময়ই কর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কেবলমাত্র তত্ত্বদর্শী অধিকারী আচার্যগণই দুর্জ্ঞেয় কর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত ব্যক্তি—

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।

Scanned with CamScanner

অয়ঞ্চ কামঃ মহাপাপ্মা—মহাপাপী। কামঃ সর্বেষাম্ অনর্থানাং মূলম্। ন চ ঈশ্বরঃ ন ভাগ্যং মনুষ্যান্ পাপকর্মসু নিয়োজয়তি। কামঃ এব বিষয়ভোগেন প্রলুব্ধং কৃত্বা মনুষ্যান্ পাপকর্মসু প্রেরয়তি। অথ কাম এব মনুষ্যাণাং প্রধানঃ শত্রুঃ— *'বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্'।*

কামঃ বুদ্ধিং মোহয়িত্বা বুদ্ধেঃ স্বাভাবিকীং ক্রিয়াং বিনশ্যতি। ধূমাচ্ছাদিতঃ অগ্নিঃ অপ্রকাশমানঃ ভবতি। তেজোসম্পন্নোঽপি ধূম্রাচ্ছাদানাৎ অগ্নিঃ স্তিমিতঃ। তথৈব মলাবৃতে দর্পণে প্রতিবিম্বনং ন সম্পদ্যতে। তথাচ উল্বেনাবৃতঃ গর্ভঃ প্রকাশিতঃ ন ভবতি। কামঃ মলবিক্ষেপাবরণদোষদুষ্টঃ।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।

রজোগুণসমুদ্ভবঃ কামঃ বিষয়তৃষ্ণাং বিসৃজ্য মনুষ্যান্ সদসদ্বিবেকশূন্যান্ করোতি। সদাতৃপ্তঃ কামঃ জ্ঞানীনাং নিত্যশত্রুঃ। কামঃ তস্য মোহজালেন বিবেকবুদ্ধিম্ আবৃণোতি। কামকারণাৎ সাধবঃ পরমশান্তিরূপং পরমাত্মসাধনফলং ন প্রাপ্নুবন্তি। অথ সাংখ্যযোগে শ্রীকৃষ্ণঃ অর্জুনং পরমাত্মজ্ঞানলাভস্য প্রতিবন্ধকস্বরূপং কামং বিনাশয়িতুম্ উপাদিশৎ—

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।

মোহদ্বারেণ পরমাত্মজ্ঞানম্ আচ্ছাদনাৎ পূর্বং কামঃ মনুষ্যাণাম্ ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃং চ অধিকরোতি। ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিশ্চ কামস্য আশ্রয়স্থানম্। প্রজ্বলিতে চ কামাগ্নৌ মনুষ্যাণাম্ ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিশ্চ বশীভূতাঃ ন ভবন্তি। তাঃ সর্বাঃ কামস্য বশীভূতাঃ জায়ন্তে। ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিং বশীকৃত্য কামঃ মনুষ্যণাং বিবেকশক্তিং বিনশ্যতি—*এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।*

রজোগুণসমুদ্ভবঃ কামঃ আত্মজ্ঞানলাভস্য প্রধানঃ প্রতিবন্ধকঃ। অথ শ্রীকৃষ্ণঃ অর্জুনং কামস্য সমূলবিনাশায় উপদিশ্য অবদৎ—

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশনম্।।

৬। গুণ কি? ইহা কতপ্রকার ও কি কি? রজোগুণের স্বরূপ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর. জড় প্রকৃতির স্বভাবজাত ধর্ম হলো গুণ।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।।

এই গুণ তিন প্রকারের —সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

সত্ত্বগুণ-যে গুণ নির্মলতার কারণে প্রকাশক ও বিকাররহিত, তাই সত্ত্বগুণ। এই গুণ সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গের দ্বারা জীবকে বন্ধন করে।

Scanned with CamScanner

রজোগুণ—রাগাত্মক যে গুণ কামনা ও আসক্তি হতে উৎপন্ন, তাই রজোগুণ, এই রজোগুণ কর্ম ও কর্মফলের আসক্তির দ্বারা জীবাত্মাকে বন্ধন করে।

তমোগুণ— যে গুণ অজ্ঞান হতে উৎপন্ন এবং জীবাত্মাকে প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে, তাই হলো তমোগুণ।

রজোগুণ ত্রিবিধ গুণের মধ্যে অন্যতম গুণ। এই গুণের স্বরূপ বর্ণনা করে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।।

রজোগুণ রাগাত্মক। পার্থিব কামনা-বাসনা ও আসক্তি থেকে রজোগুণের উৎপত্তি। এই রজোগুণের জন্যই মানুষ কর্ম ও কর্মফলের দ্বারা আবদ্ধ হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনকে সাংখ্যযোগ শিক্ষাদান কালে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, যত্নপরায়ণ বুদ্ধিমান পুরুষ ও তাঁর মনকে প্রমথনশীল ইন্দ্রিয়সমূহ বলপূর্বক হরণ করে তথা বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।।

শ্রীভগবানের একথার সূত্র ধরেই মনুষ্যকুলের প্রতিনিধিস্থানীয় অর্জুন তাঁর কাছে জানতে চাইলেন যে, বুদ্ধিমান, বিবেকশীল মানুষ পাপ তথা অসৎকার্যের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা জেনেও কেন তাঁরা পাপকর্মে লিপ্ত হন। ঈশ্বর কি স্বয়ং মানুষকে পাপকার্যে নিযুক্ত করেন, নাকি মানুষ স্বকর্মদোষে নিজেরাই পাপে নিযুক্ত হন।

অর্জুনের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলেন—রাগ ও দ্বেষ শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। এই রাগ ও দ্বেষ রজোগুণসম্পন্ন। কামনা এই রাগ ও দ্বেষের পরিণতি। রাগ ও দ্বেষের স্থূলরূপ হলো কাম ও ক্রোধ। এই দুটি মানুষের চিরন্তন শত্রু।

ক্রোধ কাম থেকেই সৃষ্ট। ফলে কামই মানুষের ভয়ঙ্কর শত্রু। রজোগুণ থেকে উৎপন্ন কাম মানুষের অন্তরে ভোগলালসার অনির্বাণ অগ্নি প্রজ্বলিত করে। ফলে মানুষের কামনার কখনো নিবৃত্তি হয় না। এই কাম 'মহাশনঃ'—ও সর্বগ্রাসী। কাম অগ্নিসদৃশ —ভয়ঙ্কর। অগ্নি যেমন কাষ্ঠে ও ঘৃতে কখনোই তৃপ্ত হয় না, কামনাও তেমনি বিষয় ভোগে শান্ত হয় না—

ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।

এই কাম 'মহাপাপ্মা'—মহাপাপী। কামই সমস্ত অনর্থের মূল কারণ। ঈশ্বর বা

Scanned with CamScanner

মনুষ্যভাগ্য মানুষকে কখনো পাপকার্যে লিপ্ত করে না। কামই মানুষকে বিষয়ভোগে প্রলুব্ধ করে পাপকার্যে লিপ্ত করায়। তাই এই কাম মানুষের প্রধানশত্রু— *'বিদ্ধি এনম্ ইহ বৈরিণম্'।*

এই কাম মনুষ্যবুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করে বুদ্ধির স্বাভাবিক ক্রিয়া বিনষ্ট করে। ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির তেজ প্রকাশিত হতে পারে না। তেজোসম্পন্ন হয়েও ধূমের কারণে অগ্নি স্তিমিত থাকে। তেমনি দর্পণে ধূলির আস্তরণ থাকলে সেই দর্পণে প্রতিবিম্বন হয় না। অনুরূপভাবে গর্ভস্থ শিশুও জরায়ুর আচ্ছাদনের কারণে প্রকাশিত হতে পারে না। শ্রীভগবান এই ত্রিবিধ উপমার দ্বারা কামের মল, বিক্ষেপ ও আবরণ ওই ত্রিবিধ দোষের নির্দেশ করছেন।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।

রজোগুণ সমুদ্ভব কাম বিষয় তৃষ্ণা সৃষ্টি করে মানুষকে সদসৎবিবেকশূন্য করে তোলে। নিরন্তর ভোগেও অতৃপ্ত কাম তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের নিত্যশত্রু। কারণ কাম তার মোহজাল দ্বারা মানুষের পরমাত্মজ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে রাখে। পরমাত্মসাধনার ফল যে পরমশান্তি, কামের কারণে জ্ঞানিগণ তা লাভ করতে পারেন না। তাই সাংখ্যযোগে শ্রীভগবান্ পরমজ্ঞানলাভের অন্তরায় স্বরূপ কামকে বর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন—

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।

পরমজ্ঞানকে মোহদ্বারা আচ্ছাদনের পূর্বে কাম মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে অধিকার করে। এই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিই কামের বাসস্থান। কামনার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ আর মানুষের বশে থাকে না। কাম এদের বশীভূত করে মানুষের বিবেকশক্তিকে নষ্ট করে দেয়— *'এতৈর্বিমোহয় ত্যেষ জ্ঞনমাবৃত্য দেহিনম্'।*

রজোগুণ থেকে উৎপন্ন কাম সাধকের আত্মজ্ঞানলাভের প্রধান অন্তরায়। শ্রীভগবান্ সে জন্য অর্জুনকে রজোগুণসমুদ্ভূত কামকে সমূলে বিনাশের আদেশ দিলেন—

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞন-বিজ্ঞাননাশনম্।।

Scanned with CamScanner